স্পট :
আটকেপড়া পাকিস্তানি ক্যাম্প

‘নেতারা আমাদের নিয়ে ব্যবসা করে পাকিস্তান নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়’

ঢাকার মোহাম্মদপুরে ছয়টি আটকে পড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পে এখন প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি লোক বাস করে। ভৌগোলিক ঠিকানাবিহীন এই মানুষগুলো জিম্মি এক শ্রেণীর নেতা আর স্থানীয় প্রশাসনের হাতে। এই ক্যাম্পগুলো একদিকে যেমন বসবাসের অযোগ্য, অন্যদিকে বিভিন্ন অপরাধ চক্রের স্থায়ী নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পগুলো নিয়ে এবারের ২৪ ঘন্টা... লিখেছেন **জব্বার হোসেন** ও **মেইনথিন প্রমি**। ছবি : **প্রতিবেদকদ্বয়**

৭.২০ : আসাদগেট মোড়। হাতের বাঁয়ে সেন্ট যোসেফ স্কুল ফেলে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট। তার ঠিক বিপরীতেই টাউন হল আটকে পড়া পাকিস্তানি ক্যাম্প। বাইরে লোহার গেট। গেটের পাশ ঘেঁষে কয়েকটি দোকান। বেশ সকাল থেকেই এখানে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে।

৭.৩০ : ক্যাম্পের গেট ধরে ভেতরে এগিয়ে যেতেই সংকীর্ণ গলিপথ। এখানে টিনশেড ঘরগুলো প্রতিটি একটির সঙ্গে অন্যটি লাগানো। সামান্যতম ফাঁকটিও নেই। প্রতিটি বাড়ির সামনে দিয়ে ছোট ড্রেন প্রবাহিত এবং তা যথারীতি দুর্গন্ধময় ও আবর্জনাপূর্ণ। অনেক শিশু এবং বৃদ্ধরা ঘরের দরজার চৌকাঠে বসেই সেই ড্রেনে মলমূত্র ত্যাগ করছে।

৭.৫০ : হঠাৎ করেই কানে আসে তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি। নানান খিস্তি খেউড়। এগিয়ে যেতেই দেখি কলতলায় বিশাল জটলা। একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে ঝগড়া চলছে। রীতিমত হাতাহাতির পর্যায়ে গড়িয়েছে

ক্যাম্প অফিসে ঢোকার জরাজীর্ণ রাস্তা, অন্যান্য রাস্তার অবস্থা আরো করুণ

ব্যাপারটা। কথা হলো গোসল করতে আসা রঙ মিস্ত্রী ইলিয়াসের সঙ্গে। সে হেসে জানায়, এটা কোনো ব্যাপারই না। এই ধরনের ঝগড়া এখানে প্রতিদিনই হয়। কারণ এত বড় ক্যাম্পে এই একটিই মাত্র পানির ট্যাপ। এখান থেকেই সবাইকে পানি নিয়ে গোসল করতে হয়।

৮.২০ : ক্যাম্পের ভেতরে ছোট ছোট মুদি দোকান থাকলেও অন্যকোনো খাবার দোকান নেই। ভেতরে রোস্তমের দোকানটিই একমাত্র খাবার হোটেল। উচ্চ ভলিউমে পুরনো দিনের হিন্দি গান বাজছে ‘সাইয়া দিলমে আনা রে...’। আমরাও এক ফাঁকে নাস্তা সেরে নিলাম। হোটেল ম্যানেজার রোস্তম জানালেন, শুধু ক্যাম্পের লোক নয়, দাম কম হওয়ার কারণে বাইরের লোকজনও এখান থেকে নাস্তা কিনে নেয়।

৮.৪৫ : ছোট একটি ঘরের মেঝেতে বসে বিভিন্ন বয়সী ১০/১২ জন বাচ্চা ছেলেমেয়ে বই নিয়ে পড়ছে। বুঝলাম না এটি কোন ধরনের পাঠশালা। দরজার ওপরে চোখ পড়লো, সাইনবোর্ডে লেখা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। বাস্তবায়নকারী সংস্থা সূর্যশিখা। বুঝতে পারলাম এই রুমটি স্কুল। কিন্তু কোনো শিক্ষককে দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হাতে বেশ কিছু ডাঁটা শাক নিয়ে একজন মহিলা এলেন। তিনিই শিক্ষিকা। নাম ফারজানা। কথা হলো। তিনি জানালেন, এই ঘরটিতে তিনি নিজে থাকেন। অফিস রুমে কোনো ফ্যান নাই তাই এই রুমে বাচ্চাদের নিয়ে এসে পড়ান। মাসে এক হাজার টাকা বেতন পান। জানতে চাইলাম এখানে কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়। বললেন, এখানে কোনো ক্লাস নেই। ২ বছরে তিনটা বই পড়ানো হয়। একটা অঙ্ক দুইটা বাংলা। এই ক্যাম্পটিতে বাচ্চাদের জন্য আর কোনো স্কুল নেই সে কথাও জানালেন তিনি।

৯.৪০ : ক্যাম্পগুলো জোন এ এবং জোন বি এভাবে বিভক্ত। এই ক্যাম্পটি জোন বি'র আওতাভুক্ত। ক্যাম্পের অফিস রুমটিতে এখনো তালা বুঝছে। অফিসের দরজার সামনেই মসলা মাখানো সেদ্ধ আলু বিক্রি করছে বৃদ্ধ সাঈদ বক্স। জানতে চাইলাম অফিস কখন খুলবে? বললেন, ঠিক নেই, কোনো কোনো দিন দুপুরে খোলে আবার কখনো কখনো পুরো দিনই বন্ধ থাকে।

১০.১৫ : টাউন হল ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে চলে আসি শাহজাহান রোড জোন এ ভুক্ত জেনেভা ক্যাম্পে। মোহাম্মদপুরের আটকে পড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোর মধ্যে এটিই সবচে বড়। '৭২ সালে আইসিআরসি'র সহায়তায় এই ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। আই সিআরসি'র সংশ্লিষ্টতার কারণেই এর নাম জেনেভা রাখা হয়েছে।

১০.৪০: দোকানের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো বিশাল সাইন বোর্ড। এসপিজিআরসি অর্থাৎ স্টার্ন্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপাটিশন কমিটি'র হেড অফিস। অফিস রুমটি বেশ বড়। ঢুকতেই চোখে পড়ে দেয়ালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিশাল পোট্রেট। বড় একটি টেবিল আর দু-তিনটি চেয়ার ছাড়া অফিস রুমে আর তেমন কিছু নেই। একজন পিয়ন হাতলওয়ালা চেয়ারে তন্দ্রাচ্ছন্ন। জানতে চাইলাম, অফিসে আর কেউ নেই? বললেন, চিফ প্রেট্রোন নাসিম খান সাহেব তার রংপুরের বাড়িতে গিয়েছেন। তিনিই কমিটি প্রধান। আমাদের বসিয়ে রেখে কমিটির প্রেসিডেন্ট জব্বার খানকে মোবাইলে ফোন করতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জব্বার খান এলেন। হাতে মোবাইল। বাংলাদেশে অবস্থিত ৬৬টি ক্যাম্পের তিনিই প্রেসিডেন্ট।

এসপি জিআরসি অফিসের দেয়ালে মোশারফ, আইয়ুব খানরা আছে কিন্তু খালেদা জিয়ার ছবি নেই

ক্যাম্পের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকতেই তো এর অবস্থা বোঝা যায়। ছোট একটা রুমে মা-বাবা, স্ত্রী, মেয়ে, ভাই সবাইকে নিয়ে থাকতে হয়। ন্যূনতম সামাজিক সুবিধা থেকেও আমরা বঞ্চিত। এভাবে মানুষ থাকতে পারে না। সরকার আমাদের পাকিস্তান পাঠিয়ে দিক অথবা অন্য কোথাও জায়গা দিক।

: পাকিস্তান সরকার কিন্তু অনেক আগেই আটকে পড়াদের বিষয়ে অনীহা এবং অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বেনজির ভুট্টো কিন্তু বলেছিলেন যে, যারা প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানি তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

: এভাবে তো মানুষ চলতে পারে না। ন্যূনতম সুবিধা থেকেও আমরা বঞ্চিত। আমরা তো নাগরিকত্বের জন্যও আবেদন করেছিলাম। হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছে।

: আপনাদের জন্য তো প্রচুর ফান্ড আসে।

: আসলে এ অভিযোগগুলো মিথ্যা। আমরা কোনো ধরনের সাহায্যই পাই না। কেবল তিনমাস পর পর আড়াই কেজি করে গম দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

মুরাদ পাকিস্তান ফিরে যেতে আগ্রহী নয়

১১.২০ : অফিস থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যেতেই এক চিলতে টিনসেড। সবগুলো ক্যাম্পের এটিই একমাত্র স্কুল 'নন-লোকাল জুনিয়ার হাইস্কুল'। ক্লাস এইট পর্যন্ত। পরীক্ষা চলছিল। এক রুমেই সব ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রায় ৪০ জন। আর সব সাবজেক্টের সঙ্গে উর্দু ভাষাও এখানে পড়ান হয়। কথা হল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শওকত আলীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'স্কুলটিরও রেজিস্ট্রেশন নেই। সরকার থেকে আমাদের কোনো বইও দেয়া হয় না। অথচ বলা হয় সবার জন্য শিক্ষা। কিছুদিন আগে আমরা শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েও পাইনি।'

১১.৪০ : মোহাম্মদপুরের ৬টি ক্যাম্পে যে গম বিতরণ করা হয় তার গোডাউন এই জেনেভা ক্যাম্পেই অবস্থিত। প্রতি তিন মাস পর পর আড়াই কেজি করে গম বিতরণ করা হয়। কাকতালীয়ভাবে সেদিনই সরকারি গম এসেছে। কিন্তু গোডাউনে দুই/একজন শ্রমিক ছাড়া আর কাউকেই দেখা গেল না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গোডাউন কর্মচারী বললেন, 'গম নিয়ে স্যার বহুত গ্যাঞ্জাম হয়। ডিসি অফিসের বড় বড় সাহেব আর আমাদের নেতারা গম চুরির

প্রতিযোগিতায় অস্থির হয়ে পড়ে'।

১২.৩০ : জেনেভা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে চলে আসি কমিউনিটি সেন্টার রিলিফ ক্যাম্পে। এটি জোন বি ভুক্ত। দোতলা এই ক্যাম্পটি তুলনামূলকভাবে ছোট। একতলা ছাদের ওপর অপরিকল্পিত ও ঝুঁকিপূর্ণভাবেই টিনশেড দোতলা করা হয়েছে। কথা হলো ক্যাম্প ইনচার্জ মোহাম্মদ সোলায়মানের সঙ্গে।

: আপনি ইনচার্জ হিসাবে এই ক্যাম্পে কতদিন ধরে আছেন?

: এই তো একমাস হবে।

: এখানে ইনচার্জ নিয়োগের পদ্ধতি কি? অর্থাৎ কোনো ইলেকশন বা সিলেকশন?

: ডিসি সাহেব আমাকে সিলেক্ট করেছেন। ইলেকশন হবার কথা ছিল। সেটা নিয়ে খুব গন্ডগোল হয়। এখন কেস চলছে।

২.২০ : চলে আসি জোন বি'র হুমায়ুন রোড মার্কেট ক্যাম্পে। এই সময়টাতে বেশির ভাগ ঘরেই খাওয়া দাওয়া চলছে। এখানে আলাদা কোনো রান্নাঘর নেই। যার যার ছোট খুপরি ঘরের মধ্যেই রান্না করতে হয়। সালমা নামে একজন গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কথা হলো। তিনি জানালেন, এখানে কোনো গ্যাসের ব্যবস্থা নেই। স্টোভ বা খড়ির চুলা ব্যবহার করেন সবাই।

৩.৩০ : দুপুরে খাওয়ার পর ছোট ছোট খুপরি ঘরগুলোতে বিশ্রাম নিচ্ছে অনেকেই। এমনি একটি ঘরে প্রবেশ করি। সোজাভাবে দাঁড়াবার উপায় নেই। মাথায় ছাদ ঠেকে যায়। কথা হলো নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে। তিনি পেশায় বাবুর্চি।

: ক্যামন আছেন ক্যাম্পে?

: আমরা তো মরেই আছি। আমাদের কি দাম আছে। নেতারা আমাদের নিয়ে ব্যবসা করে। বলে, তোমাদের পাকিস্তান নিয়ে যাব।

এখানে বৃষ্টির পানিও ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালী কাজে

আমরা চুপ করে থাকি।

৩.৪৫ : ছোট একটি ঘরে বেশ কয়েকজন কিশোর কাগজের প্যাকেট তৈরির কাজে ব্যস্ত। ঘরটিতে কোনো জানালা নেই, কেবল ছোট একটি ফ্যান ঘুরছে। জাহিদের প্যাকেট কারখানা নামে পরিচিত এই ঘরটিতে বেশির ভাগ শ্রমিকের বয়সই ১০ থেকে ১২ বছর। এরা কেউই স্কুলে যায় না। এদের কথা হলো 'বাইরের স্কুলে ক্যাম্পের ঠিকানা দেখলে নিতে চায় না। আর এখানের স্কুলে এইট পর্যন্ত পড়েই বা লাভ কি'।

বিকেল ৪.১০ : হুমায়ুন রোড থেকে বেরিয়ে চলে আসি শাহজাহান রোড সিআরও ক্যাম্পে। চারতলা ভাঙা একটি বাড়ির মধ্যে এই ক্যাম্প। এখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি পরিবার রয়েছে। এই ক্যাম্পটিতেও ছাদের ওপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে ঘর তুলে লোকজন বাস করছে। চার তলার ছাদে ভয়াবহ রকমের ফাটল। যে কোনো মুহূর্তে পুরো ভবনটিই ধসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.৩০ : নিচে ক্যাম্প ইনচার্জকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অফিস রুমেও তালা। ক্যাম্পবাসী এক বৃদ্ধ জানালেন, 'গমের খবর পেয়ে আজ অফিস খোলেনি ইনচার্জ। সকাল থেকেই গমের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।

৪.৫০ : কয়েকজন ক্যাম্পবাসী হাতে লেখা ছোট ছোট পোস্টার লাগানোর কাজে ব্যস্ত। পোস্টারের মূল বিষয়বস্তু 'গম চুরি ঠেকাও'। প্রতিবাদকারীদের একজন জানালেন, 'আমাদের নেতারা আর জেলা প্রশাসন অফিস মিলে এখানে গম চুরি করে।'

৫.১৫ : বাবর রোডে 'বাংলাদেশ মোহাজির ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট' কমিটির অফিস। এটি মূলত আটকেপড়া পাকিস্তানিদের একটি সংগঠন। আগে এর নাম ছিল 'বাংলাদেশ আওয়ামী মোহাজের ওয়েলফেয়ার কমিটি'। কমিটি প্রধান ইজাজ আহমেদকে অফিসেই পাওয়া গেল। তার সঙ্গে কথা হলো। আটকে পড়া পাকিস্তানীদের আপনারা কি ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকেন?

: আটকে পড়া পাকিস্তানি বলে কোনো কনসেপ্টের সঙ্গে আমি পরিচিত নই। আমরা মূলত উর্দুভাষী মোহাজের সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করি।

: আটকেপড়া পাকিস্তানি হিসেবে তো আপনারা ফান্ড কালেক্ট করেন।

: আমরা কোনো ফান্ড কালেক্ট করি না। দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াই না। এ ব্যাপারে রাবেতা, নাসিম খান আর এসপিজিআরসি'ই ভালো বলতে পারবে।

৫.৪০ : চলে আসি জহুরী মহল্লাতে! এখানে পাশাপাশি তিনটি পাঁচতলা বিল্ডিং। তিনটি বিল্ডিংই আটকেপড়া পাকিস্তানি ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তিনটি বিল্ডিংয়ে বেশকিছু স্থানীয় পরিবারও রয়েছে। কথা বলতে চাইলে তারা প্রবল অনীহা প্রকাশ

সাধারণ কাঁচ কেটে চশমার কাঁচ তৈরি হচ্ছে

সন্ধ্যায় জমে উঠে খাবারের দোকানগুলো

করেন। কথা হয় ক্যাম্প ইনচার্জ মোহাম্মদ সাঈদের সঙ্গে। তিনি জানান, 'এই ক্যাম্প আটকেপড়া পাকিস্তানিদের জন্য হলেও স্থানীয় অনেকে জোরপূর্বক এখানে বাস করছে'।

সন্ধ্যা ৬.০০ : পাঁচতলা এই ক্যাম্পগুলো অন্যান্য ক্যাম্পের তুলনায় পরিচ্ছন্ন। তবে লোকবসতি এখানেও ঘন। একেকটি রুমে পার্টিশন দিয়ে ২/৩টি পরিবার বাস করে। মাঝের বিল্ডিংটির দোতলা লম্বা বারান্দায় বেশ বড়সড়ো একটা ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এগিয়ে গিয়ে দেখি সিঁড়িসংলগ্ন রুমে বাংলা ছবির ভিডিও প্রদর্শনী চলছে। সিডিতে দর্শনীর বিনিময় উপ-পর্নো ছবি 'ফায়ার' দেখছে সবাই ভিড় করে।

৬.৪০ : আবার ফিরে আসি জেনেভা ক্যাম্পে। এখানে সন্ধ্যা হতেই কাবারের দোকানগুলো খুব জমে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের কাবাব, নান, চাপ এবং স্যুপের জন্য এখানকার খাবারে দোকানগুলো বিখ্যাত। মুসলিম, ইসলাম, ইস্তেহার সবক'টি দোকানে প্রচন্ড ভিড়। কথা হলো শ্যামলী থেকে আসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'এখানে খাবারের মান ভালো, দামও তুলনামূলকভাবে সস্তা'। মূলত এই কারণেই এখানে প্রতিদিন আসেন।

৭.০০ : এই ক্যাম্পেই রয়েছে বিশাল টোল মার্কেট। সন্ধ্যা থেকেই মার্কেট জমে ওঠে। কিন্তু আজকে খুব নীরব। অনেক দোকানও বন্ধ। জানা গেল কিছুক্ষণ আগে পুলিশ এখানে রেইড দিয়েছিল। বেলায়েত নামে একজন দোকানের মালিক জানালেন, 'মাদক আর অস্ত্রের এক বিশাল ভান্ডার এখন এই ক্যাম্পগুলো। ছুট্টু আর আসাদ এই দুই-গ্রুপের মাদকের বখড়া নিয়েই মূলত এখানে ক্ল্যাশ হয়। মাদক থেকে এখানে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করে ছুট্টু। মোহাম্মদপুর থানার লোক এসে চাঁদা তুলে নিয়ে যায়। রেইড দিয়েই বা লাভ কি?

৭.২০ : ক্যাম্প মার্কেটের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একে একে দোকানিরা সব কিছু বন্ধ করে চলে যাচ্ছে। কেবল দু'একটি কাপড়ের দোকান এখনও খোলা আছে।

৭.৫০ : জেনেভা ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে কাঁচা বাজার হয়ে বাবর রোডে চলে আসি। এখানে বেশ বড় দুটো জুয়ার আসর বসেছে। আসর থেকে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। অশ্লীলভাবে লুঙ্গি উঠিয়ে বলে খোললাম না, মইতা দিলাম... পাশেই বেশ বড় একটা দোকান। দোকান মালিক খান সাহেবের সঙ্গে কথা হলো।

: এখানে কি নিয়মিত জুয়ার আসর বসে?

: প্রতিদিনই এখানে জুয়ার আড্ডা হয়। এই সব নিয়া খুনাখুনিও হইছে।

: ক্যাম্পে আপনি কতদিন ধরে আছেন?

: আমি ক্যাম্পে থাকি না। বাইরে ভাড়া বাসায় থাকি। '৭১-এর পরে নীলফামারী কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নাগরিকত্ব নিয়েছি। আমার ভোটও আছে।

রাত ৮.২০ : বাবর রোডে জেনেভা ক্যাম্পের পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে যেতেই খুপরি ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন তরুণ ডাকে। খবর লন দশ পঁচিশ । খবর লন। বুঝতে না পেরে এক তরুণকে হাতের ইশারায় ডাক। বলে, স্যার আজকা মার্কেট খুব খারাপ। রেইট দিছিল পুলিশ। মালের স্টকও কম। এক ঘন্টা পরে আইলে এই দামেও পাইবেন না। গাঞ্জা লইলে পুরিয়া রাখুম দশ আর পঁচিশ তয় হেরোইন নিলে বাড়ায়া দিতে হইব। বেশি ঘুরলে কিন্তু দাম বাড়তে থাকবো।

৮.৪৫ : একটু সামনেই ডিউটি করছে কতর্ব্যরত দু'জন পুলিশ। দু'জনই মোহাম্মপুর থানার স্পেশাল ফোর্স। বললাম, আপনাদের সামনেই তো দেদারসে চলছে মাদকের ব্যবসা, জুয়ার আড্ডা, অথচ আপনারা নির্বিকার। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এদের একজন বললেন, 'লাভ কি বলুন। আমি এখানে আসার পর নিজ হাতে ২৬ জন অপরাধীকে ধরেছি, অথচ এরা সবাই এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি থানা থেকে ছেড়ে দেয় তাহলে আমরা কেন কষ্ট করবো'।

৯.০০ : ক্যাম্পের ছোট ছোট ঘরগুলোর মধ্যেই কুটির শিল্পের মতো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন হাতের কাজের প্রতিষ্ঠান। একেকটি ঘর ৭/১০ ফিট। এরই মধ্যে থাকা এবং কাজ দুটোই চলে। কেউ সুতোর কাজ করে, কেউ বিয়ের শাড়িতে জরি, বুটি বা চুমকি বসায়। কেউবা চশমার কাচ বা ফ্রেম তৈরি করে। ঠিক এমনি একটি ঘরে প্রবেশ করি। কথা হয় মোরাদ নামে এক তরুণের সঙ্গে। ছোট একটি ঘরে বসে সে কাপড়ের মধ্যে চুমকি, কারচুপির অসাধারণ কাজ করছে। তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে মোরাদ বলে, মৌচাক, নিউমার্কেট বিভিন্ন মার্কেট থেকে আমরা কন্ট্রাক্ট আনি। সারা রাতভর কাজ করি, দিনে গিয়ে দিয়ে আসি'। জানতে চাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? মোরাদ ম্লান হেসে বলে, আমাদের তো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। আমরা না বাংলাদেশী, না পাকিস্তানি নেতারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের নিয়ে ব্যবসা করে, পাকিস্তান নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়।

১০.৪০ : সারা দিনের কর্মক্লান্ত , পরিশ্রান্ত লোকগুলো ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। সকালের মতই কলতলায় পানি নিয়ে ঝগড়া নানান খিস্তিখেউর।

১১.৪৫ : পুরো জেনেভা ক্যাম্প এখন একেবারেই নীরব, শান্ত। দেখে মনে হয় না সারা দিন এখানে এত কোলাহল এত লোকের বসতি। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসতে থাকি। দু'চারটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। মোরাদের মতো কেউ হয়তো সারা রাত ধরে কাজ করছে। কোনো স্বপ্ন নয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রয়োজনে।

৬টি ক্যাম্পের জন্য ১টি স্কুল